শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যা: হিটু শেখের মৃত্যুদণ্ড, খালাস ৩

মাগুরার আট বছরের শিশুর ধর্ষণ ও হত্যার মামলার রায় দিয়েছেন আদালত। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম জাহিদ হাসান এ রায় দেন।

আলোচিত এই মামলায় আসামি ছিলেন, শিশুটির বড় বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগম।

আদালত মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া মামলার অন্য আসামিরা- বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগমকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

এর আগে গত ১৩ এপ্রিল আলোচিত মামলায় অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। ২৩ এপ্রিল অভিযোগ গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বিচার কার্যক্রম। সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় ২৭ এপ্রিল। এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য দেন ২৯ জন। ছুটির দিন বাদে টানা শুনানি করে ১২ কার্যদিবসে শেষ হয় বিচার।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন, আসামির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, মেডিকেল অ্যাভিডেন্স ও সাক্ষীদের জবানবন্দিতে আসামিদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

মাগুরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর জানান, এ মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি, মেডিকেল রিপোর্ট, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এবং মামলার মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমাণ করতে পেরেছে।

ফলে একটি নিষ্পাপ শিশুকে যেভাবে অমানবিক পাশবিক নির্যাতনে হত্যা করা হয়েছে, তার জন্য আসামিদের আদালত সর্বোচ্চ সাজা দেবে, যা বাংলাদেশে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এর আগে জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাদীপক্ষের আইনজীবী

বলেন, মাগুরায় আট বছরের শিশুর সঙ্গে বর্বর পাশবিক ঘটনায় সারা দেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মাগুরা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরাও এ ঘৃণ্য ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি জানায়।

মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী গ্রামে বোনের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে গত ৬ মার্চ ধর্ষণের শিকার হয় শিশু আছিয়া। এ ঘটনার পর মাগুরাসহ সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গত ৮ মার্চ পুলিশের অভিযুক্ত এ চারজনকেই আসামি করে সদর থানায় মামলা করেন শিশুর মা আয়েশা আক্তার।

ধর্ষণের ঘটনার পর শিশুকে প্রথমে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ফরিদপুর মেডিকেল এবং পরে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ মার্চ মারা যায় শিশুটি।

এ ঘটনার পর পুলিশের রিমান্ড চলাকালে মামলার মূল আসামি হিটু শেখ ১৫ মার্চ মাগুরার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। যেখানে এ ঘটনায় সে একাই জড়িত বলে স্বীকারোক্তি দেয়।

গত ১৩ এপ্রিল চাঞ্চল্যকর এ মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা মাগুরা সদর থানার ওসি (তদন্ত) আলাউদ্দিন সরদার শিশুটির মায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত চার আসামি আছিয়ার বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের শাশুড়ি জাহেদা বেগম, বোনজামাই সজীব শেখ ও সজীবের বড় ভাই রাতুল শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২৩ এপ্রিল চার্জ গঠনের মাধ্যমে এ মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭ এপ্রিল থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়ে ২৭ এপ্রিল বাদীসহ তিনজনের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষীর কার্যক্রম শুরু হয়ে ৭ মে অষ্টম কার্যদিবসের মধ্যে সাক্ষ্য পর্ব শেষ হয়।

৮ মে আসামিদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামিদের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া ১২ ও ১৩ মে যুক্তিতর্ক শেষে ১৭ মে রায় ঘোষণার দিন ধার্য করে আদালত।

মেহেরপুর জেলার ছেলের সেরা অর্জন, প্রধান উপদেষ্টার কাছে পেলেন পুরস্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের কৃতি সন্তান সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত আবারও বাংলাদেশের সেরা সাংবাদিক নির্বাচিত হয়েছেন।

মহান মে দিবসে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর কাছ থেকে সেরা পুরস্কার অর্জন করলেন তিনি।

শ্রম অধিকার নিয়ে প্রতিবেদন লিখে সাংবাদিক ইয়াসির আরাফাত শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হন। ইয়াসির আরাফাত রিপন জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলার এই কৃতি সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

‘মহান মে দিবস ও জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস ২০২৫’ উদযাপন উপলক্ষে এই পুরস্কার দেওয়ার উদ্যোগ নেয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

দেশে পোশাক কারখানার পরিবেশ নিয়ে প্রতিবেদন করে পুরস্কার পেয়েছেন ইয়াসির আরাফাত রিপন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম শাখাওয়াত হোসেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম শফিকুজ্জামান।

মেহেরপুর জেলার সন্তান ও জাগো নিউজের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইয়াসির আরাফাত রিপন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অর্থনৈতিক বিটে কাজ করছেন। সাংগঠনিকভাবে তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ), ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে) এবং বাংলাদেশ ফেডারেল

সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) স্থায়ী সদস্য।

শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত ছবি তুলে সেরা চিত্রগ্রাহকের পুরস্কার পেয়েছেন জাগো নিউজের নিজস্ব ফটো সাংবাদিক মাহবুব আলম। ওয়াসার ড্রেন পরিষ্কার করার শ্রমিকদের ছবি তুলে পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম বীর প্রতীক বলেছেন, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই আম্রকাননে ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়। আমরা গতকালে ফিরে যেতে পারব না। ইতিহাসের উপর কোন কিছু আরোপ করা যায় না। এখানে যে সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই বিষয়টি অমলিন হয়ে থাকবে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে আজ ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকালে সূর্যদয়ের সময় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসকল কথা বলেন।

তিনি বলেন, অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহন জাতীর জন্য একটা গৌরব উজ্জল অধ্যায়। এটা অমলিন থাক। আমরা যেন এটাকে সারাজীবন বরণ এবং উদযাপন করতে পারি। এটা মেহেরপুর, বৈদ্যনাথতলা এবং এই অঞ্চলকে ধন্য করেছে। যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা আছে তারা প্রতিনিয়তই এটাতে বিব্রতবোধ করেন। যারা মুক্তিযুদ্ধ না করেও নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিত করাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক উদ্যেগ আমরা ইতিমধ্যে গ্রহন করেছি। কিছু বিষয় আছে, যে বিষয়গুলো আদালতের রায়ের অপেক্ষায় আছি আমরা। আদালতে অনেকেগুলো মামলা আছে। আমরা চেষ্টা করছি মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কমপ্লেক্স এর উন্নয়নের বিষয়ে আরও বলেন, এখানে যা কিছু করা হবে তা ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার নিরিখেই করা হবে। এর বাইরে কোন কিছু আরোপিত করা হবে না। কোন কিছুর সত্যতার ইতিহাস মোচনও হবে

না।

ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিলের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি পালন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বৈদ্যনাথতলা আমবাগানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গার্ড অব অনার গ্রহণ এবং স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেনে উপদেষ্টা। একই সঙ্গে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় প্রশাসন।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন পুলিশ পরিদর্শক (আর আই) আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যের একটি টিম।

পতাকা উত্তোলন শেষে ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকার গঠনকালে গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত ২ আনাসার সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমদ্দীন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দিন কে সন্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচি তথ্য ও লেঃ কর্নেল(অব:)আব্দুল গাফ্ফার, তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্ত এনায়েত হোসেন, সহকারী একান্ত সচিব আমিরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব ইসরাত জাহান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(সার্বিক) শওকত হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ও পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কমপ্লেক্স এবং আমবাগানের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।

সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুরে

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুর পৌঁছেছেন।

আজ বুধবার রাতে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক মেহেরপুর সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছান।

উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ তাঁকে স্বাগত জানান। উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীকের সফর সঙ্গি হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসরাত জাহান চৌধুরীসহ মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ রয়েছেন।

এছাড়াও সার্কিট হাউসে অন্যদের মধ্যে খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হোসাইন শওকত, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন। এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে মেহেরপুর ত্যাগ করবেন।

মেহেরপুরে কড়া নজরদারিতে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা

মেহেরপুরে সিসি ক্যামেরার আওতায় ১৭টি পরীক্ষা কেন্দ্রে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে এসএসসি, দাখিল ও সমমানের

পরীক্ষা। নকলমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং শিক্ষা বিভাগ সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর মেহেরপুর জেলায় মোট পরীক্ষার্থী সংখ্যা ৮,৭০২ জন। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৫টি কেন্দ্রে ৩,২১৭ জন, গাংনী উপজেলায় ১০টি কেন্দ্রে ৪,২৯০ জন এবং মুজিবনগর উপজেলায় ২টি কেন্দ্র ও ১টি উপকেন্দ্রে মোট ৯১২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

সবকটি কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে এবং পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সার্বিক নজরদারি ও প্রশাসনিক তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস উদযাপন

কুষ্টিয়ায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস ২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে।

দিবসটি উদযাপনের অংশ হিসেবে রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোঃ তৌফিকুর রহমান।

এ সময় তিনি বলেন, খেলাধুলা শিশু ও তরুণদের মেধা ও মনন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এর মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায়, দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যপরায়ণতার সৃষ্টি হয়।

তিনি বলেন, দেশ বদলের প্রত্যয়ে গঠিত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তারুণ্যনির্ভর বাংলাদেশের এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে পুনর্জীবিত করতে দেশব্যাপী ‘তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’ উদযাপন করেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধের মেলবন্ধনে আয়োজিত এই উৎসবে তরুণরা দেশ পুনর্গঠনে তাদের সৃজনশীলতা, মেধা, যোগ্যতা ও

মননশীলতার স্বাক্ষর রেখেছে।

এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ সরকারি দপ্তরের প্রধান ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে “তারুণ্যের অংশগ্রহণ, খেলাধুলার মানোন্নয়ন” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গিয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হয়।

দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার করতে হবে-রাশেদ খাঁন

গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন বলেছেন, বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আওয়ামী দোসররা ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। উপদেষ্টাদের কেউ কেউ গণহত্যাকারী চিহ্নিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সেল্টার দিচ্ছে।

আদালত থেকে উপদেষ্টাদের ইশারায় ডামি এমপিরা জামিন পেয়েছে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা গুলোতে এখনো আওয়ামী দোসরদের দৌরাত্ম টিকে আছে। তাই, দেশ সংস্কারের আগে উপদেষ্টা পরিষদের সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ শহরের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, হঠাৎ করে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এখন অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচনের দাবি উঠছে। এরা বিগত ১৭ বছরে অন্তর্ভূক্তিমূলক নির্বাচনের কথা একবারও বলেনি। বিদেশি মদদে তারা ইনিয়ে বিনিয়ে গণহত্যাকারী হাসিনা ও আওয়ামী

লীগকে নির্বাচনে আনার পায়তারা করছে। কিন্তু ২৪ এর জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলগুলো সেই সুযোগ দেবে না। আমরা কোনো ভাবেই আওয়ামী লীগ কে নির্বাচন করতে দেবো না। গণহত্যাকারী, দেশবিরোধী ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে দেশে আর জায়গা দেয়া হবে না। ২৪ বিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী ও অংশগ্রহণকারী দলগুলো নিয়েই অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হবে।

আওয়ামী শাসনামলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে হাসিনা ধ্বংস করে দিয়েছে। শেখ মুজিব ৭২ এ বাকশাল কায়েম করে গণহত্যা চালিয়েছিল। হাসিনাও তার বাবার মতো একই ভাবে গণহত্যা চালিয়ে ছাত্র-জনতাকে শহিদ করেছে। কাজেই, গণহত্যাকারী হাসিনার ফাঁসি দিতেই হবে। আওয়ামী লীগ ও হাসিনার ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স নীতি।

আওয়ামী দোসরদের আশ্রয় দেয়া হচ্ছে দাবি করে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ডামি এমপিরা এখন নানা জায়গায় অর্থ বিলিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। অনেক নেতা মঞ্চে বড় বড় কথা বললেও তলে তলে আওয়ামী ডামি এমপিদের অর্থ নিয়ে তৃণমূলের গিয়ে রাজনীতি করছে। ডামি এমপি ও আওয়ামী দোসরদের যারা আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না।

গণঅধিকার পরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি শাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন, কেন্দ্রীয় নেতা মাহমুদুল হাসান মিল্টন, পেশাজীবী অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক রাসেল আহমেদ, ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক রিহান হোসেন রায়হান, গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জেলা যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি রকিবুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মিশন আলী প্রমুখ।

মেহেরপুরে ধর্মীয়

ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র ঈদের নামাজ আদায়

এক মাস সিয়াম সাধনার পর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়েছে।

সোমবার মেহেরপুর জেলার প্রতিটি গ্রামে সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে ১০টা পর্যন্ত পৃথক পৃথক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে, ঈদগাহ কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহে ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদগাহ কমিটি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তেজনা চলছিল। এ পরিস্থিতিতে রবিবার গাংনী উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে কয়েক দফা মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈদের জামায়াতে কোনো স্থানীয় বিশিষ্ট মুসল্লি ঈদ শুভেচ্ছা বা বক্তব্য রাখতে পারবেন না। সে মোতাবেক জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদিও হাসান শামীম ঈদের জামায়াতের ইমামের খুতবার পর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। এ সময় পুলিশ, র্যাব, সেনাবাহিনী ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, গাংনীর আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট নেতা হাজী মহা. মহসিন আলী গাংনী কেন্দ্রীয় ঈদগাহ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন। সম্প্রতি ওই কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ৬ মাসের জন্য অ্যাড-হক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির ডা. মো. রবিউল ইসলাম।

এদিকে, মেহেরপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহে সকাল ৮টায় ঈদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা নামাজ আদায় করেন।

দ্বিতীয় প্রধান জামাত সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে পুরাতন ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে কয়েক হাজার নারী ঈদের নামাজ আদায় করেন।

এছাড়া, গাংনী মডেল মসজিদ ও চৌগাছা ঈদগাহ ময়দানেও বড় ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নামাজ শেষে দেশ ও জাতির শান্তি কামনা এবং ফিলিস্তিনি মুসলমানদের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকাস্থ “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”। ঢাকায় বসবাসরত হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে ২০২১ সালে যাত্রা শুরু করে এই আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম। “এসো মিলি প্রাণের টানে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে একতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে সংগঠনটি।

প্রতি বছর মিলনমেলা, ইফতার মাহফিলসহ নানা কার্যক্রমের আয়োজন করে ফোরামটি। এবছর অসহায় ও দুস্থ মানুষদের সহায়তা প্রদানকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সংগঠনটি।

শনিবার সকাল ১০টায় হাটবোয়ালিয়া হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের অফিস কক্ষে হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের অসহায় ও দুস্থ মানুষদের চিহ্নিত করে আর্থিক সহায়তা এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এলাকাবাসী এবং “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা।

সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সাহারবানু, হিয়ারুল ইসলাম, ফাতেমা বেগম, ঝর্না বেগম, আশুরা বেগম, মুসলিমা খাতুন, জমিরন নেছা এবং রহিমা বেগম।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম” এর সভাপতি নাজমুল হুদা নূর বলেন, “আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে সফল করতে

যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আরও কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, এবং আমরা আশা করি, আপনারা সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন।”

অসহায় মানুষদের সহায়তা কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল হুদা ডিউক, আবুল কাশেম স্যার, আব্দুস সোবহান, রফিকুল ইসলাম, আব্বাস উদ্দিন, মতিউল হুদা, টিপু সুলতান, মুর্শিদ কলিন, সোহেল হুদা এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ।

অনলাইনে যুক্ত হয়ে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলাল বলেন, “সকলের সহযোগিতায় এই কমিউনিটি ফোরাম আরও দূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যাঁরা এই উদ্যোগকে সফল করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।”

অর্থ সম্পাদক নেছার উদ্দিন অনলাইনে অনুষ্ঠানের সার্বিক খোঁজখবর নেন। মোবাইল ফোনে খোঁজ রাখেন ফোরামের উপদেষ্টা পরিষদের সমন্বয়ক জনাব মনজুরুল হুদা ও জনাব শরিফুল হুদা।

এছাড়া উপস্থিত থেকে ভূমিকা রাখেন কমিউনিটি ফোরামের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, দফতর সম্পাদক ইফতেখার হাশেমী, শাহিন মাহমুদ, তরিকুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে।

বুধবার (২৬ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “আমাদের জাতীয় জীবনে আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা টুকিমারা রাজনীতি করবেন না। যারা আপনাদের দেখে না, আপনাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যায়, সেই নেতাদের প্রতি কিভাবে শ্রদ্ধা রাখেন, কিভাবে বিশ্বাস রাখেন—এটা বোধগম্য নয়।”

তিনি আরও বলেন, “যদি টুকিমারা রাজনীতি করেন, তবে জনগণ বুলডোজার চালিয়ে আপনাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। গত ১৬ বছরে আপনারা যে স্মৃতি রেখে গেছেন, যে অত্যাচারের চিহ্ন, যে রক্তের দাগ, যে লাশের উপহার দিয়েছেন, তা বাংলাদেশের মানুষ এত সহজে ভুলে যাবে—এটা ভাবাই ভুল।”

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান সাতু, আনছারুল হক, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাপি, ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম সজল, ইলিয়াস হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লায়ার, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ জেলা বিএনপি’র নেতাকর্মী ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।